অর্থঋন মামলা নং ১১৩৬/২০২৩

হাইকোর্ট ফরম নং-(জে)২
মূল মোকদ্দমার রায়ের শিরোনাম।

জেলা-ঢাকা।

মোকাম- জজ, অর্থ ঋণ আদালত নং-১, ঢাকা।

উপস্থিতঃ জনাব মোঃ হাসান জামান
জজ
অর্থ ঋণ আদালত নং-১, ঢাকা।

রায় ঘোষনার তারিখঃ- ১লা চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৫ই মার্চ, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

অর্থ ঋণ মোকদ্দমা নং-১১৩৬/২০২৩।

ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড ----------বাদীপক্ষ।

গুবনামগু

মোঃ আসিফুর রহমান----------বিবাদীপক্ষ।

১। জনাব মোঃ আল ফয়সাল ভূঁইয়া ----------এডভোকেট, বাদীপক্ষে।

১। জনাব সাব্বির মোঃ মাহফুজ---------- এডভোকেট, বিবাদীপক্ষে।

অতঃপর নথি অদ্য রায় প্রস্তুতের জন্য নেয়া হলে আদালত নিম্নলিখিত রায় প্রদান করেনঃ-

ইহা অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর অধীনে বিবাদীর বিরুদ্ধে বিগত ১৫/০৩/২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ বাবদ ৪,৯২,০৯০.২৭ (চার লক্ষ বিরানব্বই হাজার নব্বই টাকা সাতাশ পয়সা মাত্র) টাকা আদায়ের দাবীতে আনীত একটি মামলা।

বাদীপক্ষের মামলার সার সংক্ষেপ এই যে, বাদী **ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড** একটি ব্যাংকিং কোম্পানি, যা কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে যথাযথভাবে নিবন্ধিত এবং ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর বিধানাবলি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। বিগত ০৩/০৬/২০০৭ ইং তারিখের বিবাদীর দরখাস্তের প্রেক্ষিতে বাদী ব্যাংকের কার্ড ডিভিশন গত ১০/০৬/২০০৭ ইং তারিখে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুর করেন। বিবাদীপক্ষ উল্লেখিত মঞ্জুরীপত্রের ঋণ সুবিধা ভোগ করেন। বিবাদীপক্ষ ঋণ সুবিধা ভোগ করা সত্বেও ঋণের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হয়। বাদীব্যাংক বার বার তাগাদা প্রদান করা সত্বেও বিবাদী ঋণের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হয়। ফলে বাদী ব্যাংক তাদের নিযুক্তিয় আইনজীবীর মাধ্যমে গত ১৫/০৩/২০২২ ইং তারিখে বিবাদী বরাবরে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেন। কিন্তু তারপরও বিবাদী ঋণের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় বাদী ব্যাংক বাধ্য হয়ে তাদের পাওনা টাকা আদায়ের দাবীতে বিবাদীর বিরুদ্ধে বিগত ১৫/০৩/২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ বাবদ ৪,৯২,০৯০.২৭ (চার লক্ষ বিরানব্বই হাজার নব্বই টাকা সাতাশ পয়সা মাত্র) টাকার ডিক্রির দাবীতে অত্র মোকদ্দমাটি আনয়ন করেন।

অপরদিকে বিবাদী লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরতঃ বলেন যে, বাদীর মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে না। বাদীর মোকদ্দমাটি দায়ের করার কোন কারণ

নাই। বাদীর মোকদ্দমাটি পক্ষদোষে দুষ্ট এবং বাদীর মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত মর্মে উল্লেখ পূর্বক প্রকৃত বৃত্তান্তে বলেন যে, বিবাদী কথিত কোন ক্রেডিট কার্ডের জন্য আবেদন করেননি এবং বিবাদীর নামে কোন ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা হয়নি। তাছাড়া অত্র বিবাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়েরের কোন কারণ উদ্ভব হয়নি এবং বিবাদীর প্রতি কোন লিগ্যাল নোটিশ ইস্যু করা হয়নি। বাদী ব্যাংক বিবাদীর নিকট হতে কোন টাকা পাওয়ার অধিকারী নহে। বাদীব্যাংক বিবাদীর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা বর্ণনায় অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেছেন যাহা খরচাসহ খারিজযোগ্য।

মোকদ্দমাটির সুষ্ঠ বিচার ও নিষ্পত্তির স্বার্থে মোকদ্দমার আরজি ও লিখিত জবাব পর্যালোচনা করে বিচার্য বিষয় সমূহ পূণর্গঠন করা হলঃ-

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

১। বাদীর মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কিনা?

২। বাদীর মোকদ্দমাটি পক্ষদোষে দুষ্ট কিনা?

৩। বাদীর মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত কিনা?

৪। বাদীর দাবীকৃত টাকা বিবাদীর নিকট পাওনা আছে কিনা?

৫। বাদী প্রার্থিতমতে প্রতিকার পেতে পারেন কিনা?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

অত্র মামলা প্রমাণের জন্য বাদীপক্ষ ১জন সাক্ষী তথা পি,ডব্লিউ-১ হিসাবে মোঃ জাফরুল হাসানকে আদালতে উপস্থাপন করেছেন এবং তিনি আরজির সমর্থনে লিখিত জবানবন্দি প্রদানকরতঃ দাখিলী কাগজপত্রাদি যথাক্রমে ক্ষমতাপত্র (প্রদর্শনী-১), আবেদনপত্র ও মঞ্জুরীপত্র (প্রদর্শনী-২ সিরিজ), লিগ্যাল নোটিশ ও পি.আর (প্রদর্শনী-৩ সিরিজ) এবং হিসাব বিবরণী (প্রদর্শনী-৪) হিসেবে আদালতে চিহ্নিত করেছেন।

অপরদিকে অত্র মোকদ্দমার একমাত্র বিবাদী লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও তাঁর দাবীর সমর্থনে আদালতে উপস্থিত হয়ে মোকদ্দমায় সাক্ষ্য প্রদান করেননি কিংবা দালিলিক কোন প্রমাণপত্র আদালতে উপস্থাপন করেন নাই।

অত্র মোকদ্দমার আরজি, জবাব, বাদীপক্ষে রেকর্ডকৃত জবানবন্দিসহ বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী প্রদর্শনী চিহ্নিত কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে বিচার্য বিষয় ভিত্তিক নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

বিচার্য বিষয় নং- ১ঃ

বিবাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে না মর্মে লিখিত জবাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা প্রমানের জন্য বিবাদীপক্ষ দালিলিক কোন প্রমাণপত্র আদালতে উপস্থাপন করেনি। অধিকন্তু বাদীপক্ষের সাক্ষীকেও এতদ্‌বিষয়ে জেরা করা হয়নি। হলফনামাযুক্ত আরজি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদী প্রতিষ্ঠান যথাযথ আদালতে টাকা আদায়ের জন্য মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। সুতরাং সার্বিক পর্যালোচনায় অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে আইনতঃ কোন বাঁধা আছে বলে প্রতিয়মান হয় না। উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে বিচার্য বিষয় নং-১ বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হল।

বিচার্য বিষয় নং-২ঃ

বিবাদীপক্ষ লিখিত জবাবে মোকদ্দমাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে উল্লেখ করলেও উক্ত দাবীর সমর্থনে বিবাদীপক্ষ দালিলিক কোন প্রমাণপত্র আদালতে উপস্থাপন করেনি। অধিকন্তু বাদীপক্ষের সাক্ষীকেও এতদ্‌বিষয়ে জেরা করা হয়নি। হলফনামাযুক্ত আরজি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদীপক্ষ অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৬(৫) ধারার বিধান মতে ঋণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অত্র মোকদ্দমায় বিবাদী শ্রেণী হিসেবে পক্ষভূক্ত করায় মোকদ্দমাটি পক্ষদোষে দুষ্ট নয় মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। অতএব, ২নং বিচার্য বিষয়টি বাদীব্যাংকের পক্ষে নিষ্পত্তি করা হল।

বিচার্য বিষয় নং-৩

বিবাদী লিখিত জবাবে উল্লেখ করেছে যে, মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত। কিন্তু অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর কোন্ ধারায় কিভাবে বারিত উহার কোন ব্যাখ্যা জবাবে উল্লেখ করেননি এবং এই দাবীর সমর্থনে বিবাদীপক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। নথি পর্যালোচনায় মোকদ্দমাটি যথাযথ ভাবে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর অধীনে যথাসময়ে আনয়ন করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান। ফলতঃ মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। অতএব, ৩নং বিচার্য বিষয়টি বাদীব্যাংকের পক্ষে নিষ্পত্তি করা হল।

বিচার্য বিষয় নং-৪ ও ৫ ঃ-

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে এবং পুনরাবৃত্তি পরিহার করার লক্ষ্যে বিচার্য বিষয় নং-৪ ও ৫ একত্রে আলোচনার জন্য গৃহিত হলো।

বাদীপক্ষ, বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে বিগত ১৫/০৩/২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ বাবদ ৪,৯২,০৯০.২৭ (চার লক্ষ বিরানব্বই হাজার নব্বই টাকা সাতাশ পয়সা মাত্র) টাকা আদায়ের দাবীতে আইনের বিধান মোতাবেক হলফনামাসহ আরজি দাখিল করে অত্র মোকদ্দমাটি দায়ের করেছেন। অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৬(৪) ধারার বিধান মোতাবেক হলফনামা সংযুক্ত আরজি মৌলিক সাক্ষ্য হিসেবে গণ্যযোগ্য। অধিকন্তু বাদী পক্ষে মামলা প্রমানের জন্য পি,ডব্লিউ-১ হিসাবে মোঃ জাফরুল হাসান লিখিত জবানবন্দি প্রদান করেছেন যিনি আরজি এবং দাখিলী কাগজপত্রের সমর্থনে জবানবন্দী প্রদান করেছেন। বাদীপক্ষে দাখিলী প্রদর্শনী ১-৪ হিসাবে চিহ্নিত কাগজপত্রাদি বিস্তারিত পর্যালোচনা করলাম।

বাদীপক্ষের দাখিলী ঋণের আবেদনপত্র ও মঞ্জুরীপত্র (প্রদর্শনী-২ সিরিজ) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিবাদীর বিগত ০৩/০৬/২০০৭ ইং তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাদী ব্যাংক ১০/০৬/২০০৭ ইং তারিখে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুর করেন। বিবাদীপক্ষ ঋণ সুবিধা ভোগ করা সত্বেও ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় বাদী ব্যাংক তাদের নিযুক্তিয় আইনজীবীর মাধ্যমে গত ১৫/০৩/২০২২ ইং তারিখে বিবাদী বরাবরে লিগ্যাল নোটিশ (প্রদর্শনী-৩) প্রেরণ করেন। কিন্তু তারপরও বিবাদী ঋণের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় বাদীব্যাংক বাধ্য হয়ে তাদের পাওনা টাকা আদায়ের দাবীতে বিবাদীর বিরুদ্ধে হিসাব বিবরণী (প্রদর্শনী-৪) অনুযায়ী বিগত ১৫/০৩/২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ বাবদ ৪,৯২,০৯০.২৭ (চার লক্ষ বিরানব্বই হাজার নব্বই টাকা সাতাশ পয়সা মাত্র) টাকার ডিক্রির দাবীতে অত্র মোকদ্দমাটি আনয়ন করেন।

অপরদিকে অত্র মোকদ্দমার বিবাদী লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরলেও আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেননি কিংবা দালিলিক কোন প্রমাণপত্র আদালতে উপস্থাপন করেননি।

বাদীপক্ষে উপস্থাপিত সাক্ষী পি,ডব্লিউ-১ এর সাক্ষ্যাদি এবং আদালতে দাখিলী প্রদর্শনী ১-৪ হিসেবে চিহ্নিত কাগজপত্রাদির বিপরীতে জেরা করে বিবাদীপক্ষ তাদের অনুকূলে বিপরীত কোন বক্তব্য প্রমাণ করতে সক্ষম হননি। বাদীপক্ষ তাদের দাবীর সমর্থনে সংশ্লিষ্ট সকল মূল কাগজপত্র সহ (প্রদর্শনী-৪) হিসেবে চিহ্নিত হিসাব বিবরণী দাখিল করেছেন। উক্ত হিসাব বিবরণীর বিরুদ্ধে পি,ডব্লিউ-১ কে জেরা করে বিবাদীপক্ষ নেতিবাচক কোন বক্তব্য উত্থাপন করতে সক্ষম হন নাই। পর্যালোচনায় দাখিলী হিসাব বিবরণী প্রদর্শনী-০৪ সঠিক মর্মে প্রতিয়মান হয়।

কাজেই বাদীপক্ষ, বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে অবৈধ ভাবে কোন সুদ আরোপ করে নাই মর্মে প্রতিয়মান হয়। এমতাবস্থায় সমগ্র রেকর্ড পর্যালোচনায় বিবাদীপক্ষ, বাদীব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করেছে এবং বাদীপক্ষ বিবাদীর নিকট দাবীকৃত টাকা পাওনা আছে মর্মে আনীত দাবী বাদীপক্ষ মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য দিয়ে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে মর্মে প্রতিয়মান হয়। সুতরাং বাদীপক্ষ আইনতঃ প্রার্থিত প্রতিকার পেতে হকদার। ফলশ্রুতিতে বিচার্য বিষয় নং-৪ ও ৫ বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব

আদেশ

হয় যে, অত্র মোকদ্দমাটি বিবাদীর বিরুদ্ধে দোতরফা সূত্রে খরচা সহ বিগত ১৫/০৩/২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ বাবদ **৪,৯২,০৯০.২৭ (চার লক্ষ বিরানব্বই হাজার নব্বই টাকা সাতাশ পয়সা মাত্র)** টাকার ডিক্রী হলো। বিগত ৩০/১১/২০২২ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ মামলা দায়েরের তারিখ থেকে ডিক্রীকৃত টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৫০(২) ধারার বিধান মতে নির্ধারিত সুদ বা ক্ষেত্র মতে মুনাফা সহ প্রাপ্ত হবে। বিবাদীপক্ষকে রায় প্রচারের ৬০(ষাট) দিবসের মধ্যে ডিক্রীকৃত টাকা সুদ বা মুনাফাসহ বাদীপক্ষের অনুকুলে পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হলো। ব্যর্থতায় বাদীপক্ষ আদালত যোগে আইনানুগ পদ্ধতিতে ডিক্রীকৃত টাকা আদায় করে নিতে পারবে।

মোকদ্দমা চলাকালীন সময়ে বিবাদীপক্ষ যদি কোন টাকা পরিশোধ করে থাকে তা বিধি মোতাবেক সমন্বয় করার জন্য বাদীপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

আমার কথিতমতে মুদ্রিত ও সংশোধিত।

(মোঃ হাসান জামান)
জজ
অর্থ ঋণ আদালত নং-১, ঢাকা।

(মোঃ হাসান জামান)
জজ
অর্থ ঋণ আদালত নং-১, ঢাকা।